আনন্দবাজার পত্রিকা

তারিখ 21 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৮ কলম ৭

# ই-মেইলের সুবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় গতি, দ্রুত মিলছে পিএইচডি

আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন

ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সের সুবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে গতি এসেছে। একদিকে যেমন পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া যাচ্ছে অনেক দ্রুত, তেমন বেড়েছে ডিগ্রি সংখ্যাও।

গবেষণার নিয়ম-কানুনে গত বছরই কিছু পরিবর্তন আনে বিশ্ববিদ্যালয়। এ বছরও বেশি কিছু নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। যার ফলে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার পদ্ধতি অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (শিক্ষা) ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় জানান, বাইরের বিশেষত বিদেশের কোনো শিক্ষককে গবেষণার 'গাইড' হিসেবে পেতে তাকে চিঠি পাঠাতে হতো। তার সম্মতি পেয়ে কাজ শুরু করতেই লেগে যেতো দুই তিন মাস। নতুন নিয়মে গত বছর থেকে এ যোগাযোগটা হচ্ছে ই-মেইলে। পাশাপাশি গবেষণার মৌখিক পরীক্ষায় ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু হয়েছে। অনেকেই গবেষণাপত্র জমা দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন গবেষণা-উত্তর অধ্যয়নের জন্য। পিএইচডির মৌখিকের জন্য ফের দেশে আসাটা ওদের পক্ষে মুশকিল। তাই চাইলে এখন বিদেশে বসেই মৌখিক পরীক্ষা দেয়া যাবে।

উপউপাচার্য বলেন, 'নতুন পদ্ধতিতে গবেষণাপত্র জমা পড়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রার্থীদের পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া যাবে। আগে বছর দুয়েক লেগে যেতো।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সালে পিএইচডি দেয়া হয়েছিল ১৫০ জনকে, ২০০৭-এ ১৪৬ জনকে। আর এ বছর সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ২৪০ ছাপিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এখন যেখানে স্কুলস্তর থেকেই ইন্টারনেটের ব্যবহার, তখন তাকে কাজে লাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতো সময় লাগলো কেনো জানতে চাইলে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বলেন, 'দেরি হয়েছে ঠিকই। তা সত্ত্বেও সুফল মিলছে অনেক তাড়াতাড়ি।'

এ সবের বাইরে গবেষণায় সুযোগ পাওয়ার নিয়মও কিছুটা পাল্টেছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইনের মতো পেশাদারি পঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তার না করেই গবেষণায় ঢুকতে পারবেন।

তবে এর জন্য প্রাথমিক কয়েকটা শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রার্থীকে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হবে, যা নেয়া হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তরের তিনটি পত্রের ভিত্তিতে। অথবা কোনো খ্যাতনামা জার্নালে তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবে। যেগুলো যাচাই করে প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি কমিটি।